



49675 - মধ্য শাবানে কি রোযা রাখা যাবে; এ সংক্রান্ত হাদিসটি দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও?

প্রশ্ন

অর্ধ শাবানের রাত্রিতে তোমরা কিয়ামুল লাইল পালন কর এবং দিনে রোযা রাখ" হাদিস যয়ীফ (দুর্বল) জানার পরেও আমলরে ফযলিতরে বিবেচনা থেকে সবে হাদিস গ্রহণ করা কি আমাদের জন্য জায়যে হবে? উল্লেখ্য, সবে নফল রোযাটি আল্লাহর জন্য ইবাদত হিসেবে পালতি হয়; যমেনভাবে কিয়ামুল লাইলও ইবাদত হিসেবে পালতি হয়।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

মধ্যবর্তী শাবানে নামায পড়া, রোযা রাখা ও ইবাদত করার ব্যাপারে যে হাদিসগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো যয়ীফ (দুর্বল) শ্রণীর হাদিস নয়; বরং মাওয়ু (বানওয়োট) ও বাতলি শ্রণীয়। এমন হাদিস গ্রহণ করা ও এর উপর আমল করা জায়যে নয়; সটো ফযলিতরে হোক কথিবা অন্য ক্ষেত্রে হোক।

এ বিষয়ে উদ্ধৃত রওয়াজতেগুলো বাতলি হওয়ার ব্যাপারে বহু আলমে হুকুম দিচ্ছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন ইবনুল জাওয়িতাঁর রচিত 'আল-মাওয়ুআত' গ্রন্থে (২/৪৪০-৪৪৫), ইবনুল কাইয়যমে তাঁর রচিত 'আল-মানার আল-মুনফি' গ্রন্থে (১৭৪ নং থেকে ১৭৭), আবু শামা আস-শাফয়েিতাঁর রচিত 'আল-বায়ছি আলা ইনকারলি বদি ওয়াল হাওয়াদছি' গ্রন্থে (১২৪-১৩৭), আল-ইরাক্বা তাঁর রচিত 'তাখরজি ইহইয়ায়ি উলুমদি দ্বীন' গ্রন্থে (নং-৫৮২) এবং শাইখুল ইসলাম 'মাজমুউল ফাতাওয়া' গ্রন্থে (২৮/১৩৮) এ বর্ণনাগুলো বাতলি হওয়ার ব্যাপারে আলমেদের ঐক্যমত উদ্ধৃত করছেন।

শাইখ বনি বায (রহঃ) মধ্য শাবানের রাত্রি (শবে বরাত) উদযাপনের হুকুম সম্পর্কে বলেন: নামায কথিবা অন্যান্য ইবাদতরে মাধ্যমে মধ্য শাবানের রাত্রি উদযাপন করা এবং ঐ দিনে বিশেষে রোযা রাখা: অধিকাংশ আলমেরে নকিট গ্রহতি বদিত। পবতির শরয়িতে এর পক্ষে কোন দলিল নাই।

তনি আরও বলেন: মধ্য শাবানের রাত (শবে বরাত) এর ব্যাপারে কোন সহি হাদিস নাই। এ বিষয়ে উদ্ধৃত সকল হাদিস মাওয়ু (বানওয়োট) ও যয়ীফ (দুর্বল); যগুলো কন ভিত্তি নাই। এই রাত্রির কোন বিশেষত্ব নাই; না তলোওয়াত, না বিশেষে কোন নামায, না সমাবেশে। কোন কোন আলমে যে বিশেষত্বের কথা বলছেন সটো দুর্বল অভিমত। অতএব, এ রাত্রে বিশেষে কোন



ইবাদত করা জায়যে নয়। এটাই সঠিক। আল্লাহ্‌ই তাওফকিদাতা।

[ফাতাওয়া ইসলামিয়্যা (৪/৫১১)]

[দেখুন: 8907 নং প্রশ্নোত্তর]

দুই:

যদি আমরা মনেওে নহি য়ে, এ সংক্রান্ত হাদিসগুলো মাওযু (বানয়োটা) নয়; যয়ীফ (দুর্বল): আলমেগণরে বশিদ্ধ অভমিত হচ্ছে যয়ীফ (দুর্বল) হাদিসরে উপর সাধারণভাবে আমল না করা; এমনকি যদি সটো আমলরে ফযলিতরে ক্ষত্রে হয় কথিবা উৎসাহপ্রদান ও নরিৎসাহতি করণরে ক্ষত্রে হয় তবুও। সহহি হাদসি য়ে পাওয়া যায় সটো গ্রহণ করাই একজন মুসলমিরে জন্য যথেষ্ট। এ রাতকে ও দনিকে বশিষেত্ব প্রদান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে য়েমন জানা যায় না; তাঁর সাহাবীবর্গ থকেওে জানা যায় না।

আল্লামা আহমাদ শাকরি (রহঃ) বলনে: "যয়ীফ (দুর্বল) হাদসি গ্রহণ না করার ক্ষত্রে বধিবিধান সংক্রান্ত বযিযাবলী কথিবা ফযলিতপূর্ণ বযিযাবলীর মধ্যে কোনে পার্থক্য নহে। বরং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থকে য়ে সাব্যস্ত হয়ছে; 'সহহি হাদসি' হসিবে কথিবা 'হাসান হাদসি' হসিবে; সটো ছাড়া য়ে সহহি সাব্যস্ত হয়নি সটো দয়ি কারো দললি দয়োর অধিকার নহে। [আল-বায়ছি আল-হাছছি (১/২৭৮)]

আরও বসিতারতি জানতে দেখুন: القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف

এবং দেখুন: 44877 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞঃ।